ভারত-যুক্তরাষ্ট্র
প্রতিরক্ষা সহযোগিতা

ভারতকে পরাশক্তি বানানোর পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের। এই লক্ষ্যে দু'দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো এক বিপজ্জনক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি। ভারত হয়ে উঠবে বিশ্ব শাসনের মার্কিন পরিকল্পনার অংশ। যা এশিয়াকে করে তুলেছে আতঙ্কগ্রস্ত

...লিখেছেন জামান আরশাদ

জুন মাসের শেষে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ১০ বছর মেয়াদি একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তিতে যৌথ সম্মতিতে বহুপাক্ষিক অভিযান, প্রতিরক্ষা বাণিজ্য, প্রযুক্তি হস্তান্তর, ক্ষেপণাস্ত্র রক্ষায় সহযোগিতা, সন্ত্রাসবাদ ও গণবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রসার রুখতে যৌথ প্রয়াস চালানোর কথা বলা হয়েছে।

ডোনাল্ড রামসফেল্ড ও প্রণব মুখার্জির মধ্যে স্বাক্ষরিত এ চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ চুক্তিটি ইউরোপের জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার মানুষকে এই চুক্তির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে না ভাবলেও চলবে। কিন্তু ভাবতে হবে এশিয়াকে, যখন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় ভারতকেই প্রধান পরাশক্তি হিসেবে দাঁড় করাতে চাচ্ছে। এই চুক্তি নিয়ে ভাবতে হবে চীনকে, কারণ তারাই প্রধান টার্গেট। তাদের মোকাবেলার জন্যই এই চুক্তি। এই চুক্তি নিয়ে ভাবতে হবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিয়ানমারসহ পুরো এশিয়াকে।

ভারতে যখন যে সরকারই ক্ষমতায় আসুন না কেন, তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় যে খুবই কৌশলী, বিশেষ করে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি তথ্য : বর্তমান বিশ্বে ভারতই একমাত্র দেশ, যাদের একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে। কী বিস্ময়কর!

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শুধু এশিয়ায় নয়, বিশ্বের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে চীনের একক পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করতেই চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভারতকে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের! এই বিশ্লেষণ শতভাগ সত্যি।

মনমোহন-বুশ : এখন দু'জনে দু'জনার

গবেষক অ্যাসলে জাইলস (কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস) সিআইএর গোপন প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে এক প্রতিবেদনে বলেন, ২০১৫ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও চীনের পরে ভারতই হবে বিশ্বের চতুর্থ সামরিক শক্তির দেশ। সিআইএ'র কর্মকর্তারা এক প্রতিবেদনে চীন ও ভারতের অভ্যুত্থানকে ১৯ শতকের জার্মানি ও ২০ শতকের যুক্তরাষ্ট্রের উত্থানের সঙ্গে তুলনা করেন। টেলিস তার প্রতিবেদনে বলেছেন, আগামী ২৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ভারত হবে বিশ্বের ৫ম অর্থনৈতিক শক্তি। এক্ষেত্রে দেশটি ছাড়িয়ে যাবে জাপান, জার্মানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে। আগামী দু'দশকে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ৭ থেকে ৮ শতাংশ হবে। এ আশা পুরণ হলে ভারতের মহাশক্তিধর হয়ে উঠতে আর বাধা থাকবে না।

গত এক মাসে একাধিক পত্রিকার

রিপোর্টে দেখা যায়, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের জন্য লড়ছে ভারত। আর যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমর্থন দিতে যাচ্ছে দীর্ঘদিনের মিত্র জাপানকে পাশ কাটিয়ে। তাছাড়া ভারত ভেটো প্রদানের ক্ষমতাও চায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এটি দিতে নারাজ। তারা বলছে, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদে কয়েকটি দেশকে সমর্থন দিলেও তারা এই মুহূর্তে তাদের ভেটো ক্ষমতা দিতে রাজি নয়। তারপরও বিশাল জনবল ও প্রতিরক্ষা বাজেটকে কাজে লাগিয়ে মার্কিনিদের মতামত পরিবর্তন করতে চায় ভারত। সম্প্রতি শীর্ষ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে এক ভাষণে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ড: মনমোহন সিং এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে নয়াদিল্লি ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র উদ্ধারে (ডব্লিউএমডি) গঠিত বহুজাতিক টাস্কফোর্সে যোগ দিতে পারবে। এর ফলে ভারত ১১ জাতি প্রোলিফারেশন সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ বা পিএসআই'র সদস্য হিসেবে গণ্য হবে। যা ভারতের জন্য খুবই সম্মানের এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য খুবই উদ্বেগের। এ জোটের সদস্য দেশগুলো হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি, চীন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, পোল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস।

পিএসআইভুক্ত দেশগুলো আন্তর্জাতিক আকাশ বা সমুদ্র সীমায় যেকোনো স্থানে গণবিধ্বংসী মারনাস্ত্র থাকার আশঙ্কায় অভিযান চালাতে পারে। এখন ভারতেরও এই অভিযান চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হলো। কী ভয়ঙ্কর! তবে ভারতের মধ্যেই এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা বলছেন, এ ধরনের অভিযান ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ভারতের স্ট্রাটেজিক স্টাবলিশমেন্টের কর্মকর্তারা বলছেন, পিএসআই সংক্রান্ত কার্যক্রমে ভারতের নৌ ও বিমানবাহিনী জড়িত হলে দেশের নিরাপত্তা ও কৌশলগত ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করবে।

এই চুক্তির আরেকটি দিক, এতদিন যাবৎ ভারত রাশিয়া ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অস্ত্র কিনতো। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া ভারতের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চাহিদা মেটাতে পারবে না বলে সেখানকার কর্তৃপক্ষ বলছেন। এ চুক্তির ফলে ভারত সরাসরি অস্ত্রের বাজারে ঢুকে যেতে পারবে। ইসরায়েলের কাছ থেকে পেছনের দরজা দিয়েই তার আর অস্ত্র কেনার প্রয়োজন নেই।

ভারত পাকিস্তানের মত বোকামি করেনি। পাকিস্তান টাকা দিয়েও বিমান পায়নি। এ ঝুঁকি নিতে চায় না ভারত। আসলে মার্কিন অস্ত্র বিক্রি কেবল সেদেশের প্রেসিডেন্টের

চুক্তির আওতায় অত্যাধুনিক মার্কিন প্রযুক্তি লাভ করবে ভারত। (ডানে) ডোনাল্ড রামসফেল্ড এবং প্রণব মুখার্জি (নিচে) এখন একই রথের সারথী

ওপর নির্ভর করে না, কংগ্রেসের একাধিক কমিটি ও উপ-কমিটির ওপর নির্ভর করে। এদের কেউ আপত্তি করলেই বিক্রি স্থগিত হয়ে যায়। এ অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি করে অর্থ নিয়েও অস্ত্র সরবরাহে বিরত থাকে। এর আগে পাকিস্তান শুধু নয়, ভারতেরও এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। তারা নৌবাহিনীর জন্য হেলিকপ্টারবাহী রণতরী চেয়েও পায়নি। অথচ টাকা আগেই পরিশোধ করা হয়। এবার তাই ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সরাসরি অস্ত্র না কিনে ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে। চুক্তি অনুযায়ী, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ওইসব অস্ত্র কিনবে, যেগুলোর নির্মাণ প্রযুক্তি সরাসরি তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে, অথবা যৌথভাবে উৎপাদনের সুযোগ থাকবে।

আর একটা ব্যাপার, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করার জন্য বিশ্বের প্রায় সবদেশই রাজি। এখন যুক্তরাষ্ট্র কার সঙ্গে চুক্তি করবে, আর কার সঙ্গে করবে না এটা একান্ত তাদের ব্যাপার। কিন্তু ভারতকে বেছে নেওয়ার কারণ কী? এর কারণ হলো, ভারত আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেড় হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র কিনবে। এই অস্ত্রের বড় অংশই প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি। এতো বিপুল অঙ্কের এতো বৃহৎ ক্রেতাকে হাতছাড়া করতে চায়নি যুক্তরাষ্ট্র।

আতঙ্কে প্রতিবেশীরা

এই চুক্তির পর স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান আতঙ্কে থাকবে। এবং

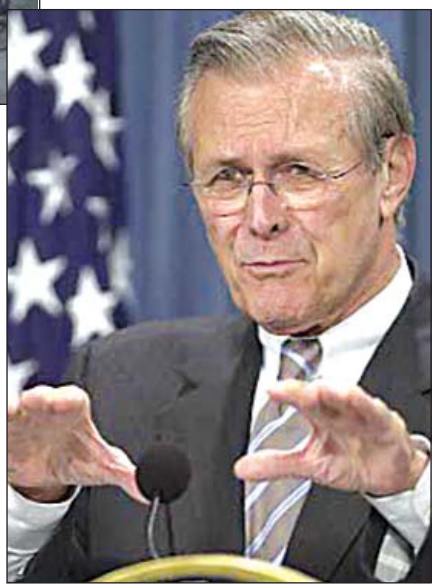

প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফেরও আতঙ্কে থাকার যথেষ্ট কারণ আছে। পাকিস্তানকে 'বন্ধু' মনে করে যুক্তরাষ্ট্র। আবার প্রতিরক্ষা চুক্তি করে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের সঙ্গে। এটা তাদের জন্য বিব্রতকর। সেক্ষেত্রে তারাও চাইবে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াতে। এরইমধ্যে এ ঘোষণা তারা দিয়েছে। আসলে আফগানিস্তান সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তানের কোনো দাম নেই। এটা পাকিস্তান নিজেরাও জানে।

বাংলাদেশের জন্যও এটি উদ্বেগের কারণ। কেন না বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ হিসেবে তাদের যতটা সহনশীলতা দেখানোর কথা, তা তারা কখনও দেখায়নি। বরং ছোট প্রতিবেশীদের আতঙ্কে রাখতেই তারা বেশি পছন্দ করে। আর শক্তির বিচারে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে অনেক অনেক পিছিয়ে আছে। এখন বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কাও প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়ে দেবে এবং নিজেদের মত করে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করবে। মোট কথা, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা চুক্তি কার্যকর হলে বাংলাদেশ জাতিগতভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারে। এটা সার্ক বা দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য ভালো হবে না।